যুগান্তর

তারিখ ... 26 JUN 2005 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

অনির্দিষ্টকালের জন্য বুয়েট বন্ধ

হল ছাড়ার নির্দেশ দুর্ভোগে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে বৃহস্পতিবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। একই সঙ্গে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হল। শিক্ষার্থীদের (বৃহস্পতিবার) বিকাল ৫টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। তবে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা কর্তৃপক্ষের এ দাবির সঙ্গে একমত নয়। এ কারণে

বন্ধ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

বন্ধ : বুয়েট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দুপুরের পর সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী বুয়েটের শহীদ মিনারের সামনে গিয়ে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন। এ সময় তারা হল খোলা রাখার দাবি জানান।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে ভারপ্রাপ্ত ভিসি অধ্যাপক মাহমুদ মানোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে শিক্ষকদের এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে সভার সিদ্ধান্ত দুপুর আড়াইটার দিকে রেজিস্ট্রার অধ্যাপক একেএম মাসুদ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়, চলতি টার্মের পূর্বঘোষিত ফাইনাল পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ২৩ জুন একদল ছাত্রছাত্রী ভিসি, রেজিস্ট্রার ও ছাত্রকল্যাণ পরিচালককে ভিসির কার্যালয়ে জিম্মি করে রাখে। পরদিন ২৪ জুন শিক্ষকদের আবাসিক এলাকা অবরুদ্ধ এবং রাতে একাডেমিক ভবন ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক আইনশৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। শিক্ষার পরিবেশ ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শৃংখলা বজায় রাখা, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষা কার্যক্রম আজ (বৃহস্পতিবার) বিকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হল।

এদিকে হঠাৎ করে হল ও ক্যাম্পাস বন্ধের ঘোষণায় চরম বিপাকে পড়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। একদিকে আষাঢ়ে বৃষ্টি, অন্যদিকে রমজান মাস— এ দুয়ের কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন তারা। বিকালে বুয়েট ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখা যায়, রমজান মাস হওয়ায় অনেকেই ইফতারি প্রস্তুত ও রান্নার কাজ করছিলেন। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষে আকস্মিক উল্লিখিত সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। শহীদ মিনারে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থী অনিক যুগান্তরকে জানান, তারা এখন মহাবিপাকে পড়েছেন। বিশেষ করে বেশি সমস্যায় পড়েছেন ঢাকায় বাসা নেই এমন শিক্ষার্থীরা। কারণ বৃহস্পতিবার থাকায় পরের দু'দিন সরকারি ছুটি। ছুটিতে বাস ও ট্রেনের টিকিট প্রাপ্তি ছিল অনেকটাই অনিশ্চিত। মেয়েদের জন্য সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। কারণ বৃষ্টির কারণে বুয়েটের রাস্তা ছিল কর্দমাক্ত। অন্যদিকে রিকশা-অটোরিকশা চলাচলও ছিল একেবারেই কম। ফলে শিক্ষার্থীরা বৃষ্টিতে ভিজে হল ছেড়েছেন। এ নিয়ে ছাত্রীদের অনেককেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

পূর্বঘোষণা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধে বিপাকে পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচেলর শিক্ষকরাও। বিকালে বুয়েট শহীদ মিনারের সামনে কথা হয় পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা বিভাগের তরুণ শিক্ষক রাশেদুল ইসলামের সঙ্গে। এ সময় তিনি একটি ছাতা ও ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। জানালেন, ব্যাচেলর হওয়ায় তিনি শহীদ স্মৃতি হলে থাকেন। তার গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ। প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শহীদ স্মৃতি হল বন্ধ হয়ে গেছে। তাকে হল ছাড়তে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের বিষয়ে তিনি জানান, হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্তে সবাই একটু বিপাকে পড়েছেন।

জানা গেছে, আগামী ২৭ জুন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। শিক্ষার্থীরা রমজান মাসে পরীক্ষা পিছিয়ে ঈদের পরে নেয়ার দাবি জানান। কিন্তু শিক্ষকরা সিদ্ধান্তে অটল থাকার ঘোষণা দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৩ জুন শিক্ষার্থীরা ভিসি, রেজিস্ট্রার ও ছাত্রকল্যাণ পরিচালককে ভিসির কার্যালয়ে জিম্মি করেন, ২৪ জুন শিক্ষকদের আবাসিক এলাকা অবরুদ্ধ করেন এবং রাতে একাডেমিক ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনে ভাংচুর চালান। বৃহস্পতিবার বিকালে বুয়েট ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখা যায়, বেশিরভাগ ভবনের কাচের গ্লাস ভাঙা। কয়েকটি ভবনে নতুন করে গ্লাস লাগানোর কাজ চলছে। এ ছাড়া অপ্রীতিকর অবস্থা এড়াতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বুয়েটের ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন যুগান্তরকে জানান, রোজায় ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে চাচ্ছিল না। এ কারণে কিছু শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাংচুর চালায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি রোধে কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার একেএম মাসুদ জানান, ভিসি দেশের বাইরে আছেন। তিনি দেশে এলে বুয়েট খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, ঈদের আগে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সম্ভাবনা নেই।